একক : ১৫ : আধুনিক সংস্কৃতি— প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ প্রস্তাবনা

১৫.২ মূল পাঠ : (প্রথম অংশ)

১৫.৩ প্রথম অংশের সারাংশ

১৫.৪ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

১৫.৫ দ্বিতীয় অংশের সারাশ

১৫.৬ সার সংক্ষেপ

১৫.৭ উত্তর সংকেত

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি যে সব বিষয়ে জানতে পারবেন তা হল :

- বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ।

১৫.১ প্রস্তাবনা

ভাষা ও সাহিত্যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমাজের যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তার পেছনে থাকে তাদের সচেতনতা। কিন্তু যেখানে সেই সচেতনতা সক্রিয় হলেও প্রত্যক্ষ নয় তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সঙ্গীতে। কিন্তু আদিম বাঙালির চারুকলা বা সঙ্গীত সম্পর্কে উপযুক্ত উপাদানের অভাবে বলার কিছুই নেই। চারুকলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায় একেবারে শেষ পর্বের আগে, সঙ্গীত সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। অথচ আদিম মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রকাশ তো গানেই। বাঙালীও নিশ্চয় গানের মাধ্যমেই তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করত। সে সব গানের রাগ রাগিনী, সুর তাল, লয়, মান কী ছিল তা আমাদের অজানা। একেবারে দশম-দ্বাদশ শতকে যে সব তাল, লয়, রাগ রাগিনীর পরিচয় পাই তার মধ্যে বাইরের সংস্কৃতির স্পর্শ লেগেছে কিন্তু বাঙালীর আদি সংস্কৃতির প্রভাব যে নেই এ কথা বলা যায় না। সংস্কৃতি বলতে সারা জাতির কর্মসাধনার যুক্ত ফলকে বোঝায়। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাই সংস্কৃতিতে একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীর সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং বিরোধেরও সৃষ্টি করেনি।

এই পাঠটিকে দুটি ভাগ করে প্রতি ভাগের সারাংশ ও অনুশীলনী আলাদাভাবে পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে।

১৫.২ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

আধুনিক সংস্কৃতির দুর্বলতা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য এই

যুগে প্রাচীন ও মধ্যে যুগের লোকসংস্কৃতি মরেনি, এখনো গ্রাম্যজীবনে বেঁচে আছে। যদিও তার অনেক প্রথা ও পদ্ধতি আজ লুপ্তপ্রায়। তবে এ কথা ঠিক যে, নতুন কোনো লোক সংস্কৃতি এই যুগে স্পষ্ট ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেনি। উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে দেশজ কৃষ্টির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। আধুনিক সংস্কৃতির বাহন তাই প্রধানত বিদেশী ভাষা ; এর আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা। পূর্ববর্তী ধারা থেকে এই গভীর বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আধুনিক যুগের সমগ্র ইতিহাস, শাসনপদ্ধতি ও চিন্তাধারায় ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাব। ফলে আধুনিক সংস্কৃতির অনেকটাই দেশজ নয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিপাক করে নেওয়াও দেড়শো বছরে সম্ভব হয় নি। কিন্তু শত ত্রুটি থাকলেও আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি হচ্ছে সারা ভারতের নব জাগৃতির ইতিহাস ও সম্পদ এবং এর প্রধান স্রষ্টা বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্যযুগে বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, যদিও বৈষ্ণব কবিরা নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেই বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বাঙালীর প্রায় সমগ্র সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। সারা বাংলা কলকাতার দিকেই চেয়ে থাকে। ১৯৪৭ এর বাংলা-বিভাগের ফলে ঢাকা একটি রাজধানীতে পরিণত হলেও একাধিক কারণে ভারতের বিভিন্ন শহরের মতোই তার পক্ষে হঠাৎ আধুনিক মহানগরী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

অর্থনীতি ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্রের আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ— এই সমস্তই বাংলায় এই মহানগরী সৃষ্টির ফল এবং এর জন্য সারা ভারতও অগ্রসর হয়ে গেছে কৃষ্টির পথে। মহানগরীর সভ্যতা আধুনিক যুগে সমগ্র বাংলার সাধনাকে আচ্ছন্ন করেছে, বিপন্নও করেছে একাধিক দিকে।

আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়, এর রূপান্তর আবশ্যক ও অনিবার্য। তার কারণ হচ্ছে বর্তমান সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা। ১৯৯৪-র মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই অপূর্ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক জীবনের ভাঙন ও সংস্কৃতির সংকট হল স্পষ্টতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কৃষ্টির বাহক ও প্রচারক ; কিন্তু এখন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভেঙে পড়েছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর আঘাতে। আজো অবশ্য সাধনা চলেছে ; কিন্তু সাধনার রূপান্তরও যে হচ্ছে তা বোঝা যায় শ্রেণীলোপের দ্রুত বর্ধমান সম্ভাবনায়, বিপ্লবী সমাজসৃষ্টির দাবিতে আর বামপন্থী কৃষ্টির সূচনায়।

দেড়শো বছরের আধুনিক সভ্যতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সাধনা অভূতপূর্ব এবং এর জন্য সারা ভারত বাংলার কাছে ঋণী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বাঙালী বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট থাকলেও এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত এবং সারা ভারতে সার্থকভাবে গ্রাহ্য ও গৃহীত। এই দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার মূলসূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে—

১) পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উপলব্ধি এবং প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে মিশিয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ;

২) বিজ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিকদের অবদান ;

৩) শিক্ষার প্রয়োজনবোধ ও প্রচার, নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চা ;

৪) রাষ্ট্রীয় সামাজিক চেতনা ও আন্দোলন এবং সাংবাদিকতার প্রসার ;

৫) নারীজাগরণ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব ;

৬) উচ্চতর সাহিত্যের বিপুল সাধনা ;

৭) প্রাচ্য ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কলাশিল্পের সৃষ্টি ও প্রচার— অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত ; নৃত্যগীত চর্চা ও তার নতুনত্ব ; নাটক, কথাচিত্র ও বেতারে নতুন কৃষ্টির সম্ভাবনা ;

৮) সমাজ সংস্কার ও সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য সংগঠনী সাধনা।

৯) জড়বাদী যুগে আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ;

১০) ভারতীয় সংস্কৃতির জীবনে রবীন্দ্রনাথের অজস্র অবদান।

ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালীর সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় ১৮০০-১৮৫৭ ; ১৮৫৭-১৯১৯ ; ১৯১৯-১৯৪৭। অবশ্য এ ধরনের পর্ববিভাগ খানিকটা কৃত্রিম হবেই কারণ রূপান্তর বছরের হিসাবে ঘটে না।

১৮০০-১৮৫৭ : এ যুগের চিন্তানায়কেরা পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা। তাই প্রাচ্য জীবনকে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্য দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলাই হল তাঁদের সাধনা আর প্রথমেই তাঁদের নজর গেল সমাজ- সংস্কারের দিকে। এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল, কারণ মোগল যুগের অবসানের সময়ে সারা দেশে এমন একটা মানসিক স্থবিরতা এবং সামাজিক অবনতি এসেছিল যাকে দূর করা একান্ত আবশ্যক হল। অবশ্য এই অভিযানে বাড়াবাড়ি খানিকটা হয়েছিল এবং অন্ধ অনুকরণও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাহলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ আন্দোলনের মধ্যে ছিল এক সুস্থ রূপান্তর ও গতিশীলতার ধারা।

এ যুগের বহু সাধকের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দেখি রামমোহনের চরিত্রে। তাই ঘরে বাইরে তাঁর প্রতিভা সমভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে হিন্দু মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে তিনি সার্থক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন কোথায় তাঁর সমসাময়িক ভারতের গলদ আর অসম্পূর্ণতা। সেইজন্যই তাঁর চিন্তাধারা ও সাধনা সেদিনের বাংলায় বিপ্লবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাঁদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সচেতন থেকেও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং সেইজন্যই এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতির স্থাপনা—এই ছিল রামমোহনের নব যুগের আদর্শ ; অর্থাৎ একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি ভারতের রূপান্তর বা যুগ বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন। এই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলেই ব্রাহ্মধর্মের সূচনা, সতীদাহপ্রথার সমাপ্তি এবং ইংরেজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবর্তন। যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে রামমোহন হিন্দু, মুসলিম্, ক্রীশ্চান ধর্মের কুপদ্ধতিগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেন। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার (বিশেষত জাতি-ভেদলোপ ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়) তাঁর কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল না।

তাঁর ধারণা ছিল সামাজিক ঐক্য ও সুস্থ সমাজব্যবস্থার ফলে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে এবং স্বাধীন ভারতের চিন্তা তিনি একাধিক পত্রে ও কথোপকথনে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তা ও বিতর্কের উপযোগী গদ্যরচনাও তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের মন সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়িয়ে এ দেশকে পরিচিত করেছিল বিদেশের কাছে আর বিদেশকে গ্রহণ করেছিল দেশী চিত্তের দিগন্ত বিস্তারের জন্য। চীন, স্পেন, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সর্বত্রই সংস্কার ও বিদ্রোহের আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা রামমোহনের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। স্প্যানিস্ ভাষায় লেখা একখানি বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল ;

ইংল্যান্ডে শাসক ইংরেজ সমাজেও তিনি ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। স্যার জন্ বৌরিং, রেভরল্ড পোর্টার, ডক্টর বুট, দার্শনিক বেন্থাম প্রভৃতি ইংরেজরা যে ভাষায় রামমোহনকে প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে মহামানব বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রামমোহন ভারতীয় নব জাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক, কিন্তু তাঁর যুগে বিরোধী লোকের অভাব ছিল না আর এই প্রাচীন পন্থীদের তীব্র বিরোধিতার জন্যই বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও রামমোহনের প্রভাব খানিকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দু কলেজ। প্রথমটির মাধ্যমে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদান প্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল এবং বহু ইংরেজের সহযোগিতায় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্য গবেষণা, গদ্যরচনা ও সাংবাদিকতায়। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার, কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরেজের দান অমূল্য। হিন্দু কলেজ গেল অন্য পথে। এখানকার চিন্তানায়ক ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষক ডিরোজিও। ডিরোজিওর ছাত্রেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাতি ও কুখ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার বাহক। প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজদের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা 'স্বাধীন চিন্তা' অবলম্বন করে প্রাচ্য ভাব ও হিন্দুত্বকে এমন ঘৃণা করতে শিখল যে তাদের কেউ কেউ খৃষ্টধর্মী হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন। শিক্ষাপ্রসারে ও নারীজাগরণে বাঙালী ক্রীশ্চানদের সাহায্য হয়েছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। ডিরোজিয়েরা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলায় বেশ একটা সাড়া এনে দিলেন। এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এদুটি বস্তুরই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালী ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এদুটি বস্তুর কাছেই যথেষ্ট ঋণী।

শিক্ষাব্যাপার ও সমাজ সংস্কারে উগ্রতা বর্জন করে আরো দুটি সমাজসেবী দল গড়ে উঠল মহির্ষ দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা জাতীয় ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে সমাজদৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নজর দিলেন শিক্ষাপ্রচার, বাংলা গদ্য রচনা, স্ত্রী শিক্ষা, বাল্যবিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতির দিকে।

১৮৫১ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠায় দলগতভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের চেষ্টা দেখা গেল। অবশ্য এর আগেই রামগোপাল ঘোষের অধিনায়কত্বে 'কালো আইন' আন্দোলন হয়েছিল। এইভাবে শিক্ষাবিস্তার সমাজসংস্কার ও স্বল্প রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে। সেই বছরেই স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫.৩ সারাংশ (প্রথম অংশ)

আধুনিক সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লোক সংস্কৃতি। আধুনিক সংস্কৃতির আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা আর বাহন হচ্ছে বিদেশী ভাষা। শত ত্রুটি সত্ত্বেও আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সার সম্পদ এবং স্রষ্টা বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্যযুগে যদিও বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ আধুনিক কালের বাঙালীর সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না করেও বলা যায় যে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। তার কারণ হচ্ছে সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা।

দেড়শো বছরের আধুনিক সভ্যতার বিচার করলে দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা থাকলেও এই সংস্কৃতি সাধনা অভূতপূর্ব। এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত। এই বিচিত্র সাধনার মূল পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার উপলব্ধি, বিজ্ঞান চর্চা, রাষ্ট্রীয় সামাজিক চেতনা নারীজাগরণ, কলাশিল্পের সৃষ্টি সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে।

এ যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা তাই তাঁরা প্রথমেই নজর দিলেন সমাজ সংস্কারের দিকে। এই যুগের বহু সাধকের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় সংস্কার ও জাতীয়তার উদ্রেক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সম্পর্ক স্থাপনা ছিল রামমোহনের আদর্শ। রামমোহন সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই স্থান দিয়েছিলেন তাঁর চিত্তে। এই প্রসঙ্গে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ— এর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদান প্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল। অপরটি হল হিন্দু কলেজ— এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এই দুটি ব্যাপারই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগে বাঙালী ও ভারতীয় সংস্কৃতি এদুটি বস্তুর কাছে ঋণী।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা মন দিল নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা মন দিলেন শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বাল্য-বিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদির দিকে। ১৮৫১ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসানের প্রচেষ্টার রাজনৈতিক চেতনা দেখা গেল। এইভাবে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এবং সেই বছর স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুশীলনী- (প্রথম অংশ)

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১] নিচের প্রশ্নগুলির ভুল বা ঠিক যথার্থ ঘরে (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন। উত্তরসংকেত: ৩৭ পৃষ্ঠায়।

	ঠিক	ভুল
(ক) এ যুগে প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় সংস্কৃতি বিলুপ্ত।	☐	☐
(খ) আধুনিক সংস্কৃতির বাহন প্রধানত বিদেশী ভাষা।	☐	☐
(গ) আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির স্রষ্টা বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।	☐	☐
(ঘ) আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হল নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা।	☐	☐
(ঙ) রামমোহনের গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে।	☐	☐
(চ) ধর্ম ও সমাজের সংস্কার রামমোহনের কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল।	☐	☐
(ছ) রামমোহন ভারতীয় নব জাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক।	☐	☐
(জ) বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার, কেরি, মার্শমান প্রভৃতি ইংরেজের দান অমূল্য।	☐	☐
(ঝ) ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।	☐	☐

২] নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) ..... সালে ঢাকা একটি পূর্ণ..... পরিণত হয়।

(খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কৃষ্টির..... ও .....।

(গ) একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন তথা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলস্বরূপ..... সূচনা,..... প্রথার সমাপ্তি এবং..... চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়।

(ঘ) ইংল্যান্ডের শাসক..... সমাজেও ..... ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি।

(ঙ) সেই সময়ে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম..... ও .....।

(চ) ডিরোজিও ছিলেন ..... গোষ্ঠীর পুরোধা।

(ছ) আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির ..... সমাপ্তি ঘটে.....র সিপাহী বিদ্রোহে

৩] নিচের শব্দগুলির মধ্য থেকে যেটি শুদ্ধ সেটি ডান দিকের ঘরে লিখুন।

(ক) কেন্দ্রিভুত, কেন্দ্রীভুত, কেন্দ্রীভূত ☐

(খ) অভুতপূর্ব, অভূতপুর্ব, অভুতপুর্ব ☐

(গ) সমীচীনতা, সমিচীনতা, সমিচিনতা। ☐

(ঘ) অধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্যিক ☐

(ঙ) প্রতিযোগিতা, প্রতীযোগিতা, প্রতিযোগীতা ☐

(চ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধীনি পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনি পত্রীকা ☐

৪] নিচের শব্দগুলির (পদগুলির) প্রত্যেকটি পাশে নম্বর চিহ্নিত করা আছে— ঐ পদগুলির পদান্তরও ডানদিকে এলোমেলো ভাবে নম্বর চিহ্নিত করা আছে। সঠিক উত্তরগুলি খুঁজে কোন নম্বরটি কোন নম্বরের সঠিক উত্তর তা নম্বর সহ লিখে উত্তর করুন।

১) ব্যাপক	১) ইতিহাস
২) বৈষ্ণব	২) হিন্দু
৩) প্রবর্তন	৩) ব্যবহার
৪) অন্তর	৪) ব্যাপকতা
৫) হিন্দুত্ব	৫) বিস্তৃত
৬) বিস্তার	৬) প্রবর্তিত
৭) ব্যবহারিক	৭) বৈষ্ণবীয়
৮) ঐতিহাসিক	৮) আন্তরিক

১৫.৪ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

১৮৫৭-১৯১৯ : সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালী মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা প্রভৃতি তৎকালীন রচনা থেকে। সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালী সংস্কৃতি একটু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু চেতনা আনল ১৮৮৯ এর নীলকর আন্দোলন যার চিত্র মেলে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলকর আন্দোলনের বিশেষ মূল্য গণচেতনার আবির্ভাব।

দ্বিতীয় পর্বের মূল ধারাগুলি হল : ধর্মচেতনা, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার বিস্তার ও মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টি ও শিল্পগঠন।

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব হল বাংলায়। এর একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র এবং তাঁরই নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম সমাজসংস্কারের বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠল। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজও নিজেকে বিপন্ন মনে করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি রাজনীতিতেও হিন্দুত্বের প্রচার আরম্ভ করল। হিন্দুত্বের নেতা হলেন এ যুগে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁর উদার মতের ফলে হিন্দুত্বের খানিকটা সংস্কার হল। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের যে আন্দোলন তা যে বিশেষ সময়োপযোগী

হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলনের চাপে বাঙালী সমাজের ও হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল এক দিকে, অপর দিকে এর ফলে খৃষ্টধর্মের প্রসার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্মমতের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এই যুগে ওয়াহাবি আন্দোলনে এবং এর প্রভাব এসে পৌঁছাল রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও রোঁমা রল্যাঁর মতো পাশ্চাত্য মনীষীও স্বীকার করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য বোধ হয় বিবেকানন্দেরও কম নয়। আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ফল হল অন্য রকম। রামমোহনের মতো তিনিও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। অবশ্য বিবেকানন্দের মধ্যে প্রাচ্য গোঁড়ামি ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রাচ্যের দোষ স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা ছিল মূলত অন্তর্মুখী, কিন্তু বিবেকানন্দ তাকে চাইলেন সামাজিক জীবনেও সার্থক করে তুলতে। ফলে আদর্শবাদী কর্মনিষ্ঠা, সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগঠন হল (বিবেকানন্দের মতে) একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন। এ যুগের 'হিন্দু মেলা' আন্দোলন মূলত ধর্মান্দোলন না হলেও এর আংশিক উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করা।

এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার চরম উত্তেজনা এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই রাজনৈতিক চেতনা দলগত রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয় এবং তার পরে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে বাঙালী রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল গান্ধিজীর আর্বিভাবে।

এর মধ্যে একটি উচ্চ স্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে এবং শিক্ষা জগতে আর্বিভাব হয়েছে আশুতোষের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানের। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিদ্যাচর্চার ফলে শুধু বাঙালী সংস্কৃতি নয়, সারা ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। আধুনিক সংস্কৃতির গোড়া থেকেই বাঙালীর নেতৃত্ব সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছিল এবং কৃষ্টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের সর্বত্র বাঙালীর অবদান ছড়িয়ে পড়ল। ভারতে বাঙালী কৃষ্টি নেতৃত্বের চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছিল বোধহয় এই দ্বিতীয় পর্বে।

১৯১৯-১৯৪৭ সংস্কৃতির এই পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাধনার ধারা নানা পথে বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আদর্শে পরিণত হয় এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গণচেতনার সঞ্চার করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতির ফলে হিন্দু মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপে সমস্ত জাতীয় জীবনকে দুর্বল করে ফেলতে থাকে। মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম ইসলামী সংস্কৃতির সাধনা আরম্ভ হয় এবং তার ভিত্তিহীনতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হলেও একাধিক মুসলিম কবি ও লেখকের রচনায় বাংলায় যৌথ সংস্কৃতি অনেকদিন পরে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে।

সংস্কৃতির এই পর্বে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে নারী-জাগরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই এই ধারার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় পর্বে তার ফল স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রীশ্চান ও ব্রাহ্ম সমাজের কাছে এ বিষয়ে বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষভাবে ঋণী। তৃতীয় পর্বে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে দ্রুতবর্ধমান নারী অবদান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বাঙালী মেয়েদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে। এই সূত্রে এই কথাও মনে রাখা উচিৎ যে ভারতের নানা স্থানে বাঙালী মেয়ে আজো কৃষ্টির বাহক।

সমাজ সেবার যে ধারা রামমোহনের সময় থেকে আরব্ধ হয়ে বিবেকানন্দের যুগে প্রায় একটি ধর্মের মর্যাদা লাভ করে তার বিশেষ পরিপুষ্টি হয় তৃতীয় পর্বে এবং নানা রকম সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অপর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য ছোট বড় নানা রকম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালীর মানস চর্চাকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে।

এই যুগের সাহিত্যিক সাধনা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় দ্রুতবর্ধমান সাময়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কথা। অবশ্য শেষেরটি ভেদবুদ্ধির যুগে অনেক সময়েই সাম্পয়দায়িকতার ইন্ধন দিয়ে ভারতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষতি করেছে। নানা রকম প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের কল্যাণে সংগীত, কলাশিল্প ও নৃত্য ভারতীয় ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নব কৃষ্টির আন্দোলন আনে। নব নাট্য রচিত হয় আর আসে নতুন অভিনয় পদ্ধতি। কথাচিত্র ও বেতারেও ভবিষ্যৎ কৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মূল সূত্রটি তাহলে হল এই যে, মধ্যবিত্ত বাঙালী পাশ্চাত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে চেষ্টা করেছে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাধনাকে আত্মসাৎ করে তার সনাতন সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে। তাই এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উদারতার অভাব হয়নি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রেরণাই দায়ী এবং সারা ভারত আজো বাংলার কাছে নব কৃষ্টির জন্য ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তিক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে ; এর প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয় ; তার পরে এল ১৯৩৯ এর মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর। ভানের ষোলো কলা। কিন্তু নানা রকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয় মনোবৃত্তির সঙ্গে গজিয়ে উঠল গণজাগরণের বিপ্লবী আদর্শবাদ আর আজ ঘুণ ধরা মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গ্রহণ করতে চলছে। এর ফলে ভালো না মন্দ তার বিচার এখানে করা সম্ভব নয় ; তবে একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে আসন্ন তা ঘটনার পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক মূল্য রয়েছে লোক সংস্কৃতির বিপ্লবী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায়।

১৫.৫ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালী মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'হিন্দু পেট্রেয়ট' পত্রিকা ইত্যাদির তৎকালীন রচনা থেকে। কিন্তু চেতনা আনল 'নীলদর্পণ' নাটকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব দেখা দিল। এই আন্দোলনে হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক কর্মনিষ্ঠা হিন্দুত্বের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করল। তারপর একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন অপরদিকে উচ্চস্তরীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা শুধু বাঙালী সংস্কৃতি নয় সারা ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এই ভাবে গণচেতনার ফল পূর্ণস্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হল। সংস্কৃতির এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নারীজাগরণ। অপরদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালীর মানসচর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে। এরপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা ও পরবর্তী লেখকদের লেখায়

ব্যাপক হয়ে ওঠে নতুন ভাবধারার। নানা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সঙ্গীত, শিল্পকলা ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নবকৃষ্টির আন্দোলন আনে। মধ্যবিত্ত বাঙালী পাশ্চাত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং তার সাথে প্রাচ্যের বিভিন্ন সাধনাকে গ্রহণ করে সনাতন সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেছে। বিংশ শতাব্দির চতুর্থদশক থেকেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে সংকট দেখা দিল। এর কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও নানারকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয়ের মনোবৃত্তির সঙ্গে গজিয়ে উঠল বিপ্লবী আদর্শবাদ। এই পর্বের ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি আনল বাঙালী জাতীয়তার অপমৃত্যু—বঙ্গবিভাগ।

অনুশীলনী— ২ (দ্বিতীয় অংশ)

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১] নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর ডানদিকের প্রতি প্রশ্নের পাশে ঘরের মধ্যে দেওয়া আছে। ঐগুলির যেটি ঠিক সেটির পাশে √ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন। উত্তর সংকেত : ৩৭ পৃষ্ঠায়।

(ক) নীলদর্পণ নাটকটি কে রচনা করেন ?
প্যারীচাঁদ মিত্র রামমোহন দীনবন্ধু মিত্র

(খ) কেশবচন্দ্র সেন কোন ধর্ম সংস্কারে নেতৃত্ব দেন ?
ব্রাহ্ম ধর্ম প্রাচীন হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম

(গ) প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে বাঙালী রাজনীতির মূলধারার সমাপ্তি ঘটে কার মহান আর্বিভাবে ?
আশুতোষ রামকৃষ্ণ গান্ধিজী

(ঘ) ঊনিশ শতকের নারী জাগরণ ও বাঙালী সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য বাঙালী কোন সমাজের কাছে ঋণী ?
মুসলিম সমাজ ক্রীশ্চান ও ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ

(ঙ) ঊনিশ শতকের বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা হয় তার জন্য মূলত কার ব্যক্তিত্ব প্রেরণাই দায়ী ?
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ডিরোজিও

(চ) কোন সময় থেকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তিক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে ?
ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম

২] নিচে মন্তব্যগুলির যেটি ঠিক বা ভুল প্রশ্নের ডান দিকের ঘরে √ চিহ্ন দিয়ে মতামত নির্ধারণ করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালী সংস্কৃতি আরো জোর কদমে এগিয়ে গিয়েছিল।	☐	☐
(খ) রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা লক্ষ্য করা যায়নি।	☐	☐
(গ) বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোঁমা রঁলার মতো পাশ্চাত্য মনীষীও স্বীকার করেছেন।	☐	☐
(ঘ) 'হিন্দুমেলা' আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করাও অন্যান্য উদ্দেশের সাথে আংশিকভাবে সাধিত করেছে।	☐	☐
(ঙ) সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে হিন্দু মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপন করে জাতীয় জীবনকে দুর্বল করেছিল।	☐	☐
(চ) বাঙালী সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর কোনও বাধা সৃষ্টি করে নি।	☐	☐

৩] নিচের প্রদত্ত পদগুলির বিপরীতার্থক শব্দ মূলপাঠ থেকে খুঁজে সঠিক উত্তরটি ডান দিকের ঘরে বসান। যেমন : আগমন— প্রত্যাগমন।

(ক) তিরোভাব.....☐ (খ) অবৈজ্ঞানিক.....☐

(গ) পরাধীনতা.....☐ (ঘ) অপসংস্কৃতি.....☐

(ঙ) প্রারম্ভ.....☐

(ক) প্রতিক্রিয়া.....☐ (খ) অনুরাগ.....☐

(গ) নির্লোভ.....☐ (ঘ) বিহার.....☐

(ঙ) অভিসন্ধি.....☐ (চ) উৎকৃষ্ট

৫] নিচের বাক্য দুটির চিহ্নিত পদদুটিকে তিনটি করে বিশিষ্টার্থক বাক্যে প্রয়োগ করুন।

(ক) কেশব চন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম 'ধর্ম' সমাজ সংস্কারের বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠলো।

খ) ১৯৩৯ এর মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর ত্বরান্বিত করে বাঙালী সংস্কৃতির 'ভাঙা' পর্ব সূচিত করতে।

১৫.৬ সারসংক্ষেপ

বর্তমানে আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা অনেকাংশেই বৈদেশিক সভ্যতা প্রভাবিত এবং তার স্রষ্টা বাংলাদেশের ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক। মধ্যযুগে যদিও বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। গত দেড়শো বছরের সংস্কৃতির বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে ত্রুটিহীন না হলেও এই সংস্কৃতিক মূল পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার উপলব্ধি, বিজ্ঞানচর্চা, সামাজিক চেতনা, শিল্পকলার সৃষ্টি ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে। এ যুগীয় চিন্তনশীল ব্যক্তিরা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অসম্পূর্ণতার কথা বুঝতে পারলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। আধুনিক সংস্কৃতির জীবনের অসম্পূর্ণতার কথা বুঝতে পারলেন পাশ্চাত্য সংস্কঅতির সংস্পর্শে এসে। আধুনিক সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি রাজা রামমোহন রায়কে। যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে যায় তিনি সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ দূরদর্শিতার সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য— একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও অপরটি হিন্দু কলেজ, এদের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচুর আদান-প্রদান ও সমন্বয় ঘটেছিল। সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা ও বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নৈতিক চরিত্রগঠন, শিক্ষার বিস্তার, নারীজাগরণ ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করলেন। তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিল। তারপর সিপাহীবিদ্রোহের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাথে সাথে বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম পর্বের অবসান হল।

সিপাহীবিদ্রোহ যে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সহানুভূতি পায় নি তার আভাস দেখতে পাই তৎকালীন পত্রপত্রিকায় ও সাহিত্যে। সিপাহী বিদ্রোহের পর যে সংস্কৃতি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, তার চেতনা ফিরে এল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের রচনা থেকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে আরম্ভ হল ধর্ম আন্দোলন। এই ধর্মান্দোলনের একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, অপর ধারার নেতা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্ম সমাজ সংস্কারের বিশেষ উদ্যোগী হল আর

রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্মের সংস্কার হল। রামকৃষ্ণের ধর্ম, চেতনা ছিল মূলত অন্তর্মুখী স্বামী বিবেকানন্দ তাকে সামাজিক জীবনে সার্থক করে তুললেন।

তারপর এদিকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল তার উত্তেজনা চরমে উঠল বঙ্গভঙ্গের ফলে। রাজনৈতিক চেতনা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধিজীর আর্বিভাবের সাথে সাথে বাঙালীর রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি অভিযানের ফলে যে উচ্চ স্তরীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বারা শুধু বাঙালী সংস্কৃতি নয়, ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই পর্বে সাধনার ধারা নানা বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপ জাতীয় জীবনকে দুর্বল করলেও পরে হিন্দুমুসলমানের যৌথ রচনার সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃতির এই পর্বে খ্রীস্টান ও ব্রাহ্ম সমাজ এবং নারী জাগরণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রামমোহন থেকে যে ধারা আরম্ভ হয় বিবেকানন্দের যুগে তা ধর্মের মর্যাদা লাভ করে ও পরে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান বাঙালীর মানসচর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী লেখকদের সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে একটা আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা করেছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়ে। এই পর্বের ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগে।

অনুশীলনী— ভাষা দক্ষতা

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১] নিচের প্রদত্ত পদগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ মূলপাঠথেকে খুঁজে সঠিক উত্তরটি ডান দিকের ঘরে বসান। [উত্তর সংকেত: ৩৭ পৃষ্ঠায়]

যেমন: আগমন— প্রত্যাগমন।

(ক) তিরোভাব.....☐ (খ) অবৈজ্ঞানিক.....☐

(ক) পরাধীনতা.....☐ (খ) অপসংস্কৃতি.....☐

(ক) প্রারম্ভ.....☐

২] "জ্ঞান" শব্দটির আগে 'বি' যোগ করলে "বিজ্ঞান" শব্দটি তৈরি হয়। জ্ঞান বলতে যা বুঝি, "বিজ্ঞানে" এর অর্থ একটু আলাদা। "বি" উপাদানটিকে উপসর্গ বলা হয়। সেই রকম 'গতি'র সাথে "প্র" যোগ করে প্রগতি হয়েছে। এই সম্পর্কে ৮ নং এককে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে। নীচে দেওয়া শব্দগুলো এই রকম উপসর্গ যোগে গঠিত হয়েছে উপসর্গগুলোকে আলাদা করে পাশের নির্দিষ্ট ঘরে লিখুন। যেমন। "বিক্রয়"— বি

(ক) প্রতিক্রিয়া.....☐ (খ) অনুরাগ.....☐

(গ) নির্লোভ.....☐ (ঘ) বিহার.....☐

(ঙ) অভিসন্ধি.....☐ (চ) উৎকৃষ্ট.....☐

৩] নিচের বাক্যগুলোর দাগ দেওয়া পদগুলোর পরিবর্তে অর্থের হানি না ঘটিয়ে একটিমাত্র পদ ব্যবহার করে বাক্যগুলোকে লিখুন;

(ক) আজকাল শহরাঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতি প্রায় শেষ হয়েছে।

(খ) বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক অন্য দেশীয় ভাষা মিশে আছে।

(গ) তাঁর লেখা প্রবন্ধটি এখনো পূর্ণ নয়।

(ঘ) সেই সময়কার বাংলা চিত্র এখন আর মেলে না।

(ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই নারীজাগরণ শুরু হয়েছে।

১৫.৭ উত্তর সংকেত (প্রথম অংশ)

অনুশীলনী ১ (প্রথম অংশ)

১) (ক) ভুল (খ) ঠিক (গ) ঠিক (ঘ) ভুল (ঙ) ভুল (চ) ঠিক (ছ) ভুল (জ) ভুল (ঝ) ঠিক।

২) (ক) ১৯৪৭, রাজধানীতে (খ) বাহক, প্রচারক। (গ) ব্রাহ্ম ধর্মের, সতীদাহ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার। (ঘ) ইংরেজ, রামমোহন (ঙ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দুকলেজ, (চ) ইয়ং বেঙ্গল (ছ) প্রথম পর্বের, ১৯৫৭

৩) (ক) কেন্দ্রীভূত (খ) অভূতপূর্ব (গ) সমীচীনতা (ঘ) আধ্যাত্মিক (ঙ) প্রতিযোগিতা (চ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

৪) ১-৪, ২-৭, ৩-৬, ৪-৮, ৫-২, ৬-৫, ৭-৩, ৮-১

(দ্বিতীয় অংশের নং ৩ এবং নং ৪ বাদ যাবে)

অনুশীলনী ২ (দ্বিতীয় অংশ)

১) (ক) দীনবন্ধুমিত্র (খ) ব্রাহ্মধর্ম (গ) গান্ধীজী (ঘ) ক্রীশ্চান ও ব্রাহ্মসমাজ (ঙ) রবীন্দ্রনাথের (চ) বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকে।

২) (ক) ভুল (খ) ঠিক (গ) ভুল (ঘ) ঠিক (ঙ) ঠিক (চ) ভুল।

৩) (ক) আর্বিভাব (খ) বৈজ্ঞানিক (গ) স্বাধীনতা (ঘ) সংস্কৃতি (ঙ) পরিসমাপ্তি।

৪) (ক) প্রতি (খ) অনু (গ) নিঃ (ঘ) বি (চ) অভি (ছ) উৎ।

৫) (ক) ধর্ম (বিশেষণ পদ) :

(১) কালের ধর্ম মানতেই হবে। (প্রভাব)

(২) সকল ধর্মই সমান (সাধারণ অর্থে ধর্ম)

(৩) যথা ধর্ম তথা জয় (সত্য)

(খ) ভাঙা (বিশেষণ পদ) ;

(১) এই ভাঙা হাটে বক্তৃতা করছো কেন ? (জনবিরল)

(২) ভাঙা শরীর নিয়ে কত আর খাটা যাবে। (অসুস্থ)

(৩) তোমাকে ভাঙা মনে আর কাজ করতে হবে না। (একাগ্রতাহীন)

অনুশীলনী (ভাষা দক্ষতা)

১) (ক) আর্বিভাব (খ) বৈজ্ঞানিক (গ) স্বাধীনতা (ঘ) সংস্কৃতি (ঙ) পরিসমাপ্তি

২) (ক) প্রতি (খ) অনু (গ) নি (ঘ) বি (চ) অভি (ছ) উৎ

৩) এ সম্পর্কে ১৬ নং পাঠে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।